দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 AUG 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ

গত বছর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ঃ বগুড়া, খুলনা দিনাজপুর ও ফরিদপুরে চারটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, একযোগে পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজে ক্লাস শুরু করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর 'ব্যক্তিগত আগ্রহের ফলেই' কাজটি সম্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও তাদের শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক নিয়োগ ও বদলী এবং শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়। আমরা আশা করবো, এক সঙ্গে পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ চালু করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যে দায়িত্ব হাতে নিয়েছে তার গুরুত্ব সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সজাগ আছেন।

কুমিল্লাসহ চারটি মেডিক্যাল কলেজের ক্লাস শুরু হচ্ছে সাবেক মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং সেন্টারে। দিনাজপুরে একটি হোস্টেলে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, কলেজগুলোর অধ্যক্ষ হিসেবে মেডিক্যাল কলেজের সাবেক বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষকদের মধ্যেও অনেকে অবসরপ্রাপ্ত। প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি বছরেই কলেজ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

নতুন কলেজগুলোর শুরু 'রাজসিক' নয়। অধ্যক্ষরাও 'অবসরপ্রাপ্ত'। পর্যায়ক্রমে করলে একটির ভুলভ্রান্তি অন্যটিতে এড়ানো যেত। এক সঙ্গে শুরু করার ফলে সে সুযোগ রইল না। তা ছাড়া মেডিক্যাল কলেজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সুসজ্জিত 'টিচিং হাসপাতালের' দরকার কতখানি তা বোধ হয় আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অজানা নেই। মেডিক্যাল কলেজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের ব্যাপারে কি করা হচ্ছে, তা আমরা জানার অপেক্ষায় থাকলাম।

দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে তীব্র শিক্ষক সঙ্কট। তার ওপর নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলোর জন্য শীগগিরই যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। সে ব্যাপারে সরকারের নতুন কোন উদ্যোগ আছে বলে আমাদের জানা নেই। সব মেডিক্যাল কলেজে গড়পড়তায় এক চতুর্থাংশ শিক্ষকের পদ খালি থাকে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কোন শিক্ষকই নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনেক চিকিৎসকই শিক্ষক হতে চান না। কারণ মেডিক্যাল কলেজের একজন শিক্ষক শিক্ষকতা ছাড়াও আমলা বা হাসপাতালে বদলী হয়ে যেতে পারেন। তা ছাড়া এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে বদলীর ব্যাপার আছেই। পাদান্নতির বিষয়টিও শিক্ষকদের মত না-হয়ে হয় আমলাদের মত। এসব কারণে মেডিক্যাল কলেজে মেধাবী শিক্ষকরা যেতে চান না বা টিকতে পারেন না। মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শিক্ষক আকর্ষণের ব্যবস্থা না করে নতুন মেডিক্যাল কলেজ খোলার পর শিক্ষক সংকট যে আরো গভীর হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে অর্ধশিক্ষিত ডাক্তার বানানোর কোন অবকাশ নেই। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা ভবিষ্যতে মানুষের জীবনমরণ সমস্যায় জড়িয়ে পড়বে। বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে প্রয়োজন অনুপাতে পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ করা হয় না। আবার কাগজে কলমে যে টুকু অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা সময়মত যেয়ে পৌছে না। উপকরণের অভাব। যন্ত্রপাতি মেরামতের উদ্যোগ নেই। গ্রন্থাগারের দুরবস্থা, কোন জর্নাল আসে না। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলো শিক্ষার পরিবেশের অভাব। এ সব সমস্যার সমাধান না করে পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার পর সমস্যা কতটা বাড়বে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সে ব্যাপারে সচেতন আছে, এটা আমরা ধরে নিতে পারি।

মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে 'আঞ্চলিক ভারসাম্য' স্থাপনের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হতে পারে। তবে বর্তমান সরকার তাদের দূরদর্শিতা প্রমাণ করতে পারেন, যদি 'পুরানো' এবং 'সমস্যা জর্জরিত কলেজগুলোতে ঐ সব সমস্যার পুনরাবৃত্তি না হয়।

পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন যদি আমরা 'প্রকল্প' বলে চিহ্নিত করি এবং সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নের 'দক্ষতা' স্মরণ রাখি তবে সফল বাস্তবায়ন কঠিন বলে বিবেচিত হবে, যতি না সরকার বর্তমান কর্মপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করেন। মেডিক্যাল শিক্ষার ব্যাপারে কিন্তু অবহেলা বা জোড়াতালি দেয়ার অবকাশ নেই।

12